দৈনিক জনকণ্ঠ

366

তারিখ FEB 23 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন শান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে শান্ত।

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

ক্যাম্পাসে এখন আর আগের মতো গোলাগুলি হয় না। সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে অনেক। বহিরাগতদের আনাগোনাও কমেছে। কয়েকটি হল প্রায় বহিরাগতমুক্ত। চারটি হলে ব্যাপক বহিরাগত অবস্থান করলেও তারা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বাইরে কিছুই করতে পারছে না। জানা গেছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে হল চারটিতে বহিরাগতরা অবস্থান করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষে সহিংস ঘটনা ঘটেছে ৫৭টি, এর মধ্যে ২৭টি ছিল গোলাগুলির ঘটনা। এবছর নিহত হয়েছিল একজন। পরবর্তী শিক্ষা বর্ষে ১৯৯৪-৯৫ সালে সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে ৪টি। তার পরবর্তী শিক্ষা বর্ষে ১৯৯৫-৯৬ সালে সহিংসতা ঘটনা ঘটে ৭২টি, এর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ছিল ৫০টি। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষা বর্ষের প্রথম দিকে সহিংস ঘটনা বেশি থাকলেও শেষ দিকে এর পরিমাণ কমে আসে। এ বছর সহিংস ঘটনা ঘটে ৫৭টি। এর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ছিল ২৭টি। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে সহিংস ও গোলাগুলির ঘটনা আরও কমে ৪৭টিতে পৌঁছে, যার মধ্যে ২৭টি ছিল গোলাগুলির ঘটনা এবং নিহত হয়েছে ১ জন। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ৬ মাসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আরও কমে আসে এবং এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি (গোলাগুলির ঘটনা ৭টি)। চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছ'মাসে কোন প্রাণহানি বা মারাত্মক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। ক্রমশ অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ক্যাম্পাসে আজ ভারি অস্ত্রের পরিবর্তে গরম পানি ব্যবহার করে পরস্পর বিরোধী গ্রুপগুলো একে অপরের ওপর আক্রমণ করে। বছর দু'য়েক আগেও কয়েক হাজার কিংবা লাখ টাকার টেন্ডার দখল নিয়ে ক্যাডারদের মধ্যে ক্যাম্পাসে দিনভর বন্দুকযুদ্ধ হতো। অথচ আজ কোটি কোটি টাকার কাজ চলার সময় ক্যাম্পাসে কোন শব্দ পর্যন্ত নেই। অবশ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে, সমঝোতার মাধ্যমে শতকরা দু'টাকা হারে ক্যাডারদের দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ কারণে তারা শান্ত রয়েছে।

ক্যাম্পাসে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলের সংশয় রয়েছে। কারণ ক্যাম্পাসে ১১টি ছাত্র হলের মধ্যে ৭টিতে বহিরাগত ক্যাডার নেই বললেই চলে।